১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৩

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

হরতাল ও অনশন কর্মসূচীতে পুলিশের বিষাক্ত পেপার স্প্রে নিক্ষেপ

সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা ও ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- চলছেই

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

গণপিটুনীর মাধ্যমে মানুষ হত্যা অব্যাহত

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরী। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। জনগণের সেই ইচ্ছা ও অভিপ্রায় রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা না গেলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ব্যক্তির যে-মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়, প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না এবং যে সব নাগরিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না- সেই সব অলঙ্ঘনীয় অধিকার অতি অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব অধিকার ও দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ ও নাগরিক হিসেবে এই সব অধিকার ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এই সব অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'র অধিকার রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না, বরং ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদনে ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারী বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয় এবং অন্তর্দলীয় অসংখ্য কোন্দলের ঘটনা ঘটে, যার ফলে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এই সব কোন্দলের বেশীর ভাগই ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপ্রত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে ঘটে। এদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আটক শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মুক্তি ও ট্রাইব্যনাল বাতিলের দাবিতে জামায়াতে ইসলামী ও তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির সাম্প্রতিক সময়ে সারাদেশে হরতালসহ হঠাৎ করে কর্মসূচীর নামে তান্ডব চালায়।

২. ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের ফলে ৭৭৫ জন নিহত হন। ২০১৩ সালের জানুয়ারীতেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৩. অ*ধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে ১৭ জন নিহত এবং ১৬৪৩ জন আহত হয়েছেন। চলতি মাসে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ২৭টি এবং বিএনপি'র ১০টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছেন ২ জন ও আহত হয়েছেন ২৮৮ জন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছেন ১ জন ও ১৫৯ জন আহত হয়েছেন। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িতদের বিচার না হওয়ায় এ ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৪. গত ৩১ জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামীর ডাকা হরতালে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে বগুড়ায় জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে ছাত্রশিবির নেতা আবু রুহানী (২০)ও কর্মী আবদুল্লা(২২) এবং মিজানুর রহমান(২৮) নিহত হন। ফেনীতে পিকেটারদের ধাওয়া খেয়ে অটোরিক্সা নিয়ে পালানোর সময় মোহাম্মদ ইমন নামে এক যুবক নিহত হন। যশোরে জামায়াত শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সাত পুলিশ সদস্য ও জামায়াত-শিবিরের ২০ জন নেতা কর্মী আহত হন। এই ঘটনায় আহত পুলিশ কনষ্টেবল জহুরুল হক (৫৫) মারা যান।[১]

৫. গত ২৮ জানুয়ারী ইসলামী ছাত্র শিবির মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আটক শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মুক্তি ও এই সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবিতে এক সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, ফরিদপুর, বগুড়া, সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় তা-ব চালায় । এসময় তারা ২০০ এর বেশী গাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে অন্তত ৩০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়।[২]

৬. গত ২০ জানুয়ারী দিবাগত রাতে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা এবং ছাত্রকর্মী পরিষদের ভিপি আবদুল্লাহ মারুফ ও প্রো ভিপি অবদুল বাকিসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী মাতাল অবস্থায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে প্রবেশ করে এবং কয়েকজন ছাত্রীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয় ও অসংলগ্ন আচরণ করে।[৩]

---

[১] প্রথম আলো /ডেইলি স্টার ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

[২] প্রথম আলো ২৯ জানুয়ারী ২০১৩

[৩] যায়যায়দিন ২২ জানুয়ারী২০১৩

৭. গত ১৯ জানুয়ারী ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তার, পূর্বশত্রুতার জের এবং টেন্ডারবাজি ও নিয়োগ-বাণিজ্যের অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুজ্জামান ইমন দুই গ্রুপকে নেতৃত্ব দেন। এই সংঘর্ষের সময় রাব্বি নামে ১০ বছরের এক শিশু নিহত এবং অর্ধ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।[৪]

৮. গত ১০ জানুয়ারী রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ দাবীতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মুখোশ পড়ে হামলা চালায় ও এসিড ছুঁড়ে মারে। এ ঘটনায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ড.মতিউর রহমানের চোখ-মুখ এসিডে ঝলসে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাফিজুর রহমান সেলিম, সানোয়ার সিরাজ, গোলাম রব্বানী, শিক্ষার্থী রাজিব, পিয়াল, তানজিমা, রুবেলসহ ২০ জন আহত হন।[৫]

৯. গত ৪ জানুয়ারী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে সারাদেশে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সময় সিলেটে সদর উপজেলা টুকেরবাজার ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সভাপতি বিদ্যুৎ দাস, ছাত্রলীগ কর্মী তানিম আহমদ মুন্না ও সুদীপ তালুকদার ছুরিকাঘাতের শিকার হন। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আব্দুল খালেকের ওপর হামলা করে তাঁর প্রতিপক্ষ গ্রুপের ছাত্রলীগ সদস্যরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ৮ জানুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল খালেক মারা যান। পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ৫ জন আহত হন।[৬]

১০. গত ৪ জানুয়ারী এক সংবাদ সম্মেলন করে ৯ ডিসেম্বর ২০১২ এ বিরোধী দলের অবরোধ কর্মসূচীর দিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীদের ছুরিকাঘাতে নিহত বিশ্বজিৎ দাসএর বাবা অনন্ত চন্দ্র দাস অভিযোগ করেন যে, হত্যাকারীদের বাঁচাতে বিশ্বজিতের লাশের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন দুর্বল করে তৈরী করা হয়েছে।

১১. অতীতের মত বর্তমানে আবারও দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে ব্যাপকভাবে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। তারা প্রকাশ্যে মারনাস্ত্র নিয়ে হত্যা, আক্রমন, নারীর ওপর সহিংসতাসহ বিভিন্ন অন্যায় কর্মকা- লিপ্ত থাকছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশকে দেখা যাচ্ছে তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে। আরো দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষমতাসীন শাসকরা রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত দুর্বত্তদের রক্ষা করতে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে এবং 'রাজনৈতিক হয়রানীমূলক' মামলা দেখিয়ে এই সব দুর্বৃত্তদের বিরদ্ধে ভিকটিম কিংবা ভিকটিম পরিবার গুলোর দায়েরকৃত মামলাগুলো প্রত্যাহার করছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াত শিবিরের সহিংসতা বন্ধেও সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

১২. *অধিকার* বর্তমান সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চায় যে, জনগণ শান্তি, আইনের শাসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ভোট দিয়ে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় এনেছিল অথচ সরকারদলীয় নেতা কর্মীরা অত্যাচার, সহিংসতা, হত্যাকা- ও দুর্বৃত্তায়নের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তার দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

[৪] প্রথম আলো ২০ জানুয়ারী ২০১৩
[৫] সমকাল ১১ জানুয়ারী ২০১৩
[৬] সমকাল ৫ জানুয়ারী ২০১৩

হরতাল ও অনশন কর্মসূচীতে পুলিশের বিষাক্ত পেপার স্প্রে নিক্ষেপ

১৩. গত ১৬ জানুয়ারী জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও সিপিবি এবং বাসদ সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল ডাকে। হরতাল চলাকালে পুলিশ হরতাল সমর্থকদের ওপর পেপার স্প্রে ও জলকামান থেকে গরম পানি ছোঁড়ে এবং লাঠিচার্জ করে। পুলিশের ছোঁড়া পেপার স্প্রে ও লাঠিচার্জে বামমোর্চার নেতা সাইফুল হক ও মোশরেফা মিশু, বাসদের খালেকুজ্জামান ভূইয়া, সিপিবির সৈয়দ জাফর আহমেদসহ অনেক নেতা ও কর্মী আহত হন। খাগড়াছড়িতে পুলিশ মিছিলের ওপর হামলা করে বাসদ নেতা রফিকুল ইসলাম, নিপু বিকাশ ত্রিপুরা, নিলয় ত্রিপুরা, মনিরুল ইসলাম, কবির হোসেনসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে।[৭]

১৪. গত ১০ জানুয়ারি আন্দোলনরত নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ অনশন কর্মসূচী পুলিশ প- করে দেয়। শিক্ষকদের প্রেসক্লাবের সামনে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী পালনে পুলিশ বাধা দিলে শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে অনশন করার প্রস্তুতি নেন। এই সময় পুলিশ তাঁদের ওপর পেপার স্প্রে ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনায় শিক্ষক ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ এরশাদ আলীসহ শতাধিক শিক্ষক আহত হন।[৮] পেপার স্প্রের শিকার পটুয়াখালির দুমকির সেকান্দার আলী নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষক অসুস্থ হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফেরার পর গত ১৫ জানুয়ারি মারা যান।[৯] চিকিৎসকদের মতে, যাঁদের এ্যাজমা রয়েছে তাঁদের জন্য পেপার স্প্রে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে এবং মৃত্যু ঘটাতে পারে। জানা যায় যে, শিক্ষক সেকান্দার আলী এ্যাজমায় ভুগছিলেন। এরপর গত ১৫ জানুয়ারি আন্দোলনরত শিক্ষকরা পূর্বঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় সংসদ সদস্যদের সরকারী বাসভবন ন্যাম ভবনের সামনে অনশন করার প্রস্তুতি নিলে আবারও পুলিশ শিক্ষকদের ওপর পেপার স্প্রে ছুঁড়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[১০]

১৫. গত ১৮ জানুয়ারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন "অবৈধ সমাবেশ দমনে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে অনুমোদিত যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেসব উপকরণের মধ্যে এটি একটি। কাজেই এ উপকরণ সম্পর্কে মতামত দেয়ার অধিকার কারও নেই"।[১১]

১৬. বেসরকারী শিক্ষক ও বামসংগঠনগুলোর শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে পুলিশের বাধা দেয়ার ঘটনা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকারের চরম লংঘন। এছাড়া দমন নিপীড়নের সময় পুলিশ যে বিষাক্ত পেপার স্প্রে ব্যবহার করছে তা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর বলে মত দিয়েছেন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। এই স্প্রে শুধু সাময়িক যন্ত্রণাই হয়না, আমৃত্যু শ্বাসকষ্ট, স্ট্রোকের ঝুঁকি, অন্ধত্ব ও স্থায়ীভাবে ত্বক আক্রান্ত হওয়ার মত ঝুঁকিও থাকে।[১২]

১৭. *অধিকার* স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিষাক্ত স্প্রে ব্যবহার করার পক্ষে দেয়া বক্তব্য ও নির্দেশের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সভা-সমাবেশে হামলা এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

১৮. ২০১২ সালে প্রশাসন ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ১০৫টি সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়। ২০১৩ এর জানুয়ারিতেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। *অধিকার* এর

[৭] আমাদের সময় ১৭ জানুয়ারী ২০১৩
[৮] যুগান্তর ১১ জানুয়ারী ২০১৩
[৯] যুগান্তর ১৬ জানুয়ারী ২০১৩
[১০] যুগান্তর ১১ জানুয়ারী ২০১৩
[১১] প্র: আলো ১৯ জানুয়ারী ২০১৩
[১২] যুগান্তর ১৮ জানুয়ারী ২০১৩

তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা ০৯ টি ক্ষেত্রে জারি করে সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ।

১৯. গত ২৪ জানুয়ারী ঝিনাইদহ জেলার চন্ডিপুর বিষ্ণুপদ হাইস্কুল মাঠে বিএনপি তাদের নেতা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুক্তি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে এক সমাবেশ আহ্বান করে। একই জায়গায় এবং একই সময়ে গান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ যুদ্ধপরাধীদের ফাঁসির দাবীতে পাল্টা সমাবেশ আহ্বান করে মাইকিং করলে প্রশাসন ঐ জায়গায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ বন্ধ করে দেয় । [১৩]

২০. *অধিকার* মনে করে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ বন্ধ করার জন্য ক্ষমতাসীনদলের পাল্টা কর্মসূচী দেয়া এবং এই অজুহাতে ১৪৪ ধারা জারী করার হীন কর্মকা- সরকারকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে ।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

২১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে বিএসএফ পাঁচ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে বিএসএফ চারজনকে গুলি এবং এক জনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও বিএসএফ ১৬ জনকে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন নয় জন। ২০১২ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৩৮ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে ।

২২. গত ১ জানুয়ারীতেই ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বুজরুক সীমান্তে ৩৬১/৫ মেইন পিলারের কাছে নুর ইসলাম (৩২) ও মুক্তার দাই (২৩) নামে দুই বাংলাদেশী যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে ।[১৪] এর পরদিন ২ জানুয়ারী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার বিভীষণ সীমান্তে মোহাম্মদ মাসুদ (২২) ও শহীদুল ইসলাম (২৩) নামে দুই বাংলাদেশীকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া গত ২ জানুয়ারী জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে জমিতে কর্মরত দুই কৃষক হাবিল উদ্দিন (২২) ও মজু মিয়াকে ধরে নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ।[১৫] গত ১৩ জানুয়ারী কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা সীমান্তে বাংলাদেশী ভূ-খ-ের নোম্যান্সল্যান্ডের সরিষা ক্ষেতে আবদুল্লাহ নামে এক বাংলাদেশী দিনমজুর কাজ করতে গেলে ভারতীয় দ্বীপচর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। পরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তিন ঘন্টা পর তাঁকে ফেরত দেয় । [১৬]

২৩. এ ঘটনা সম্পর্কে বিবিসিতে বিএসএফ এর মহাপরিচালক বিডি শর্মা বলেন, দুটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় সীমানার বেশ কিছুটা ভেতরে পাচারকারীরা ঢুকে পড়েছিলো। বিডি শর্মা দাবী করেন, দুইদিনই বিএসএফ সদস্যদের ওপর আক্রমন চালানো হয়। গত ২ জানুয়ারী বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন,"আমি গত মাসে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং

[১৩] মানবজমিন ২৫ জানুয়ারী ২০১৩
[১৪] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ২ জানুয়ারী ২০১৩
[১৫] প্রথম আলো ৩ জানুয়ারী ২০১৩
[১৬] ইত্তেফাক ১৫ জানুয়ারী ২০১৩

নীতিগতভাবে একমত হয়েছি যে, সীমান্তে আমরা কোনো পক্ষ থেকেই গুলি করবো না; যদি না আত্মরক্ষার্থে এটার প্রয়োজন হয়।[১৭]

২৪. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যাকা- সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএসএফ মহাপরিচালকের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছে *অধিকার*। *অধিকার* মনে করে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের পক্ষ ত্যাগ করে তাঁর ভারতীয় পক্ষে যোগ দেয়ার সামিল। *অধিকার* স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের কারণে তাঁর পদত্যাগ দাবী করছে। এছাড়াও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যে সমঝোতা করেছেন তার ফলে সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ আরো বাড়বে *বলে অধিকার* মনে করে ।

২৫. দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এ সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন ।

২৬. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরন মেনে নিতে পারে না।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- চলছেই

২৭. গত ৫ জানুয়ারী ঢাকার ৫৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব ও ঢাকা মহনগন কমপ্লেক্স ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি রফিকুল ইসলামকে র‌্যাব সদস্যরা ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার আনন্দনগর গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে। রফিকুল ইসলামের শ্বাশুড়ি লিপি খাতুন *অধিকারকে* জানান, সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় তাঁদের বাড়ির মূল ফটকের অপর পাশ থেকে কিছু লোক প্রশাসনের লোক পরিচয়ে দিয়ে তাঁকে গেট খুলতে বলে। এরপর তিনি গেট খোলার আগেই দেয়াল টপকে র‌্যাবের পোশাক পরা অস্ত্রসহ কয়েকজন লোক বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং রফিকুলকে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে ধরে নিয়ে যায়। এরপর রাত আনুমানিক ১০টায় কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলার আদাবাড়িয়া গ্রামের একটি পিয়াঁজ ক্ষেতে পুলিশের হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় রফিকুল ইসলামের লাশ পড়ে থাকার খবর পাওয়া যায়।[১৮]

২৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- বন্ধে সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও ২০১৩ সালেও তা অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি মাসে নয় জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই হত্যাকা-গুলো র‌্যাব, পুলিশ ও বিজিবি কর্তৃক সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

[১৭] প্রথম আলো ৩ জানুয়ারী ২০১৩

[১৮] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ফলে নিহত নয় জনের মধ্যে পাঁচজন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাব কর্তৃক এক জন ও চার জন পুলিশ কর্তৃক "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে নিহতঃ

৩০. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ফলে নিহত নয় জনের মধ্যে একজন র‍্যাব এবং একজন বিজিবির গুলিতে নিহত হয়েছেন।

পিটিয়ে হত্যাঃ

৩১. এই সময়ে দুইজনকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

৩২. নিহত নয় জনের মধ্যে একজন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল জনযুদ্ধ) এর সদস্য, একজন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সদস্য, একজন কৃষক, একজনের পেশা জানা যায়নি ও পাঁচজন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

জেল হেফাজতে মৃত্যু

৩৩. জানুয়ারি মাসে তিনজন "অসুস্থতা জনিত কারণে" জেল হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

৩৪. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। যদিও অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা দূরবর্তী কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে। *অধিকার এর* তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালে ২৪ জন গুমের শিকার হয়েছেন। ২০১৩ সালেও এই ধারা অব্যাহত আছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে ০২ গুম হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৩৫. গত ২৫ জানুয়ারী খুলনার জাহানাবাদ সেনানিবাস সংলগ্ন শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার মার্কেটের পাশে অবস্থিত গ্যারিসন সিনেমা হলের সামনে থেকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা জাসদ নেতা মোহাম্মদ আলী মহব্বতকে র‍্যাব পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মোহাম্মদ আলী মহব্বতের স্ত্রী ময়না খাতুন *অধিকারকে* জানান, গত ১৭ জানুয়ারী বাঁশগ্রাম হাট থেকে র‍্যাব পরিচয়ে তাঁর স্বামীকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। ওই দিনই তিনি এলাকা ছেড়ে রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার বওলাডাঙ্গা গ্রামে এক

আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান। সেখান থেকে তাঁর ননদ লাইলী রহমানের বাসায় যাওয়ার পথে তাঁকে র‍্যাব পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে তাঁর ননদ লাইলী রহমানের স্বামী হাবিব তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান। হাবিব তাঁকে আরো জানান, তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন র‍্যাবের ক্যাপ্টেন মেহেদি বলে নিজেকে পরিচয় দেয়।[১৯]

৩৬. গত ১৭ জানুয়ারী পুরানো ঢাকার আদালতপাড়া থেকে আরিফুজ্জামান খান শরিফ (৩৫) নামে এক যুবককে ডিবি পুলিশ আটক করার নয় দিন পরে অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারী তাঁকে থানায় সোপর্দ করে। এ ঘটনার বিষয়ে আরিফুজ্জামান খান শরিফের বড় ভাই মো.আনিসুজ্জামান খান *অধিকারকে* জানান, গত ১৭ জানুয়ারী ২০১৩ তিনি তাঁর ছোট ভাই আরিফুজ্জামান খান শরিফকে চিকিৎসার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিজ জেলা কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসেন। এদিন বিকাল ৩টার সময় শরিফকে নিয়ে তাঁর পরিচিত ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের এপিপি এ্যাডভোকেট খন্দকার মহিবুল হাসান আপেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঢাকার জজকোর্টের সামনে উপস্থিত হন। এই সময় একটি মাইক্রোবাস থেকে কয়েকজন লোক নেমে নিজেদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দেয় এবং তাঁর ছোট ভাই আরিফুজ্জামান খান শরিফকে জোর করে মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এরপর গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে বিভিন্ন সময়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। গত ১৮ জানুয়ারী তিনি এ ব্যাপারে ঢাকার কোতয়ালী থানায় একটি জিডি করেন যার নম্বার-৭৩২। এ ব্যাপরে কোতয়ালী থানার এসআই গোলাম রসুল গত ১৯ জানুয়ারী ডিবি পুলিশকে বিষয়টি জানালে তাঁরা আটকের কথা অস্বীকার করে। গত ২২ জানুয়ারী রাত সাড়ে ৯টায় উপ-পুলিশ পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম এবং আরো কয়েকজন ডিবি কর্মকর্তার নেতৃত্বে ডিবির ৮-১০ সদস্যের একটি দল শরিফকে হাতকড়া পরিয়ে তাঁদের তাড়াইলের রাউতি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে ও টাকা না দিলে তাঁর ভাইকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এরপর একটি সাদা কাগজে তার বোন জামাই গোলাম মোস্তফা (৪৫), চাচাতো দুই ভাই সাদেকুল ইসলাম (৩০) ও কামরুজ্জামান খানের (৪০) সাক্ষর নেয় ডিবি পুলিশ। গত ২৩ জানুয়ারী শরীফের জীবন রক্ষার্থে তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী রেশমা আক্তার এসএ পরিবহন কিশোরগঞ্জ শাখার মাধ্যমে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা এবং শরীফের মামী পপি আক্তার (৩৫) এসএ পরিবহন ব্রাহ্মনবাড়িয়া শাখার মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা পাঠান। এরপর ২৬ জানুয়ারী আটকের ৯ দিন পর আরিফুজ্জামান খান শরিফকে ডিবি পুলিশ একটি ছিনতাই মামলায় আটক দেখিয়ে আশুলিয়া থানায় সোপর্দ করে।[২০]

৩৭. এভাবে আটক রেখে টাকা আদায় করা বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যেকার সীমাহীন দুর্নীতির বিষয়টিকেই প্রকট করে তুলেছে। দায় থেকে মুক্ত এই সব বাহিনী ক্রমশ সাংবিধানিক ও আইনী সীমা লংঘন করতে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। এ ধরনের ঘটনা আইনশৃঙ্খলার অবনতির দিক থেকে একটি বিপজ্জনক লক্ষণ।

৩৮. *অধিকার* এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও নিখোঁজ ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার এবং অবৈধভাবে আটক রেখে টাকা আদায়ের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

[১৯] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[২০] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ২৯ জানুয়ারী ২০১৩

গণপিটুনীর মাধ্যমে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৯.২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ১৭ জন ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৪০.গত ২১ জানুয়ারী গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ী শিল্প এলাকায় এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবককে গলাকাটা দলের সদস্য সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে এবং গলাকেটে হত্যা করা হয়। একই দিনে আরেক মানসিক প্রতিবন্ধী নারীকে একই সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে জখম করার পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারী গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সিনাবহ বাঘাম্বর এলাকায় মর্জিনা নামে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এক নারীকে ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়।[২১]

৪১. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে ।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৪২. জানুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার গুলোতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এই সময় একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকা- ০৭ জন নারী শ্রমিক নিহত এবং ৫০ এর অধিক শ্রমিক আহত হন। এয়াড়া পোশাক শিল্প কারখানা গুলোতে বকেয়া বেতনের দাবীতে, একটি কারখানার জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক একজন নারী শ্রমিক ধর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভের সময়, আগুন ও ফ্লোর ভেঙে যাবার আতঙ্কে পদদলিত হয়ে ১৮৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৪৩.গত ২৬ জানুয়ারী ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লেগে ৭ জন নারী শ্রমিক নিহত এবং ৫০-এর অধিক শ্রমিক আহত হন। আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাসবন্ধ ও পদদলিত হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিকরা *অধিকারকে* জানান কারখানার দোতালার জ্যাকেট তৈরীর প্যাডিং ও ঝুটের স্তুপ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন লাগার সময় কারখানার প্রধান গেট তালাবন্ধ ছিল। এই গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরীতে কোন ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি ছিল না। *অধিকার এর* তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টস শ্রম মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ এবং ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন ছাড়াই আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য পোশাক তৈরীর কাজ করতো।[২২]

৪৪.২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর ঢাকা জেলার সাভারের আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় তুবা গ্রুপের তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার নয়তলা ভবনে আগুন লেগে অন্তত পক্ষে ১১৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ৬০-এর অধিক শ্রমিক আহত হন। কিন্তু প্রকৃত নিহতের সংখ্যা জানা যায়নি, কারণ এ ঘটনার পর অনেক শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন, যে তালিকা এখনও সরকার কিংবা কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে নি। গত ৪ জানুয়ারী ২০১৩ নিখোঁজ শ্রমিকদের স্বজনরা ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করে তাঁদের স্বজনদের বেতন প্রদান ও লাশ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়ায় হয়রানীর অভিযোগ করেন। নিখোঁজ আইনূর বেগমের স্বামী রুহুল হান্নান বলেন, তাঁর স্ত্রী ১৮ মাস ওই কারখানায় কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি এখনো স্ত্রীর বকেয়া বেতন পাননি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, নিহত ৪৩ জন শ্রমিকের পারিবারকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে

[২১] কালের কণ্ঠ ২২ জানুয়ারী ২০১৩

[২২] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ২৭-২৮ জানুয়ারী ২০১৩

ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ করা হয়েছে। অথচ পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত ৫৭ জনের পরিবারকে ছয় লক্ষ টাকা করে দেয়া হয়েছে। এতেই প্রমানিত হয়, ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে অরাজকতা চলছে।[২৩]

৪৫. *অধিকার* তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের ঘটনার পর পুনরায় স্মার্ট গার্মেন্টস্ এ অগ্নিকা-ের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের নিখোঁজ শ্রমিকদের স্বজনদের বেতন ও লাশ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়ায় হয়রানীর নিন্দা জানাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪৬. ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে সাংবাদিকদের ওপর অনেকগুলি আক্রমনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ২০ জন সাংবাদিক আহত, ০২ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ০১ জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ০৯ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখীন হন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ 'ইনোসেন্স অব মুসলিম' ছবিটি অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে এই কারণ দেখিয়ে সরকার 'ইউটিউব' বন্ধ করে দেয় । কিন্তু এখনো তা খোলা হয়নি।

৪৭. গত ৫ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ককটেল বিস্ফোরণের ছবি তোলার সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীরা রয়টার্সের এন্ড্রু বিরাজ, নিউএজ এর সনি রামানি, বাংলা নিউজের স্টাফ ফটো করেসপনডেন্ট হারুন আর রশীদ রুবেল ও দৈনিক প্রথম আলোর হাসান রাজাকে মারধর করে এবং আটকে রাখে। এছাড়াও তাঁদের সঙ্গে থাকা ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে তাতে তোলা ছবিগুলো মুছে ফেলে।[২৪]

৪৮. *অধিকার* এই ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য এবং ইউটিউব খুলে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

৪৯. ২০১২ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় প্রশাসনের ক্ষমাহীন নিষ্ক্রিয়তায় এবং সরকারী দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে দুর্বৃত্তরা বৌদ্ধ ধর্মাবিলম্বীদের শত বছরের পুরোনো ১২টি বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে এবং বৌদ্ধ পল্লীর ৪০টির মতো বসতবাড়ী আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় ১৯ টি মামলায় ১৫ হাজার ১৮২ জনকে আসামী করা হয়। পুলিশ এ পর্যন্ত ৪৬৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের অভিযোগ "তাঁদের চোখের সামনে যারা মন্দিরে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছে, মিছিল মিটিং করেছে, তারা এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর নিরীহ লোকজনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে"। কক্সবাজারের পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও আসামীদের ঘুরে বেড়ানোর কথা প্রথম আলোর কাছে স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকারী দলের নেতা কর্মীদের ধরতে মানা। ওপরের চাপে সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের তাঁরা গ্রেফতার করতে পারছেন না।[২৫]

৫০. *অধিকার* মনে করে, এই হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করছে।

[২৩] প্রথম আলো ৫ জানুয়ারী ২০১৩
[২৪] মানবজমিন ৬ জানুয়ারী ২০১৩
[২৫] প্রথম আলো ১৭ জানুয়ারী ২০১৩

অধিকার নিরীহ ব্যক্তিদের হয়রানী না করে অবিলম্বে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫১. নারীর প্রতি সহিংসতা এক ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। *অধিকার* মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে ও সম্ভাব্য সহিংসতাকারীরা প্রকৃত সহিংসতাকারীতে পরিণত হচ্ছে।

এসিড সহিংসতা

৫২. জানুয়ারি মাসে পাঁচ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে তিন জন নারী ও দুই জন পুরুষ ।

৫৩. গত ১৫ জানুয়ারী ঢাকা ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (অনার্স) চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী শারমিন আক্তার আঁখিকে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথে মনির ও মাসুমসহ কয়েকজন দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে চানখারপুল কাজী অফিসে নিয়ে যেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এতে শারমিন আক্তার আঁখি রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে দুবৃর্ত্তরা প্রকাশ্যে আখিঁর পিঠের এবং হাতে ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাঁকে রক্তাক্ত করে। এ সময় প্রাণ বাচাঁতে আঁখি চিৎকার করলে দুবৃর্ত্তরা তাঁর মুখ ও শরীরে এসিড ঢেলে দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আঁখিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়।[২৬]

৫৪. এসিড নিক্ষেপের জন্য কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না করার কারণে এ ঘটনা ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। ২০১২ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ২৯৮টি মামলায় ৯৬৬ জনকে আসামী করা হয়। কিন্তু গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ৭৯ জনকে । বিচারাধীন মামলা ১৭০টি এবং মুলতবি ১৫৭টি। নিস্পতি হয়েছে ১৩টি মামলা। ৩টি মামলায় সাজা হয়েছে মাত্র ৩ জনের। ১০টি মামলায় খালাস পেয়েছে ১৯ জন।[২৭]

ধর্ষণ

৫৫. ধর্ষণ বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারন করেছে। জানুয়ারি মাসে মোট ৯৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৩২ জন নারী, ৬১ জন মেয়ে শিশু ও ০৩ জনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ৩২ জন নারীর মধ্যে ০২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০১ জন নারী ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন। ৬১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ০৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ।

৫৬. গত ১৩ জানুয়ারি রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার মূলঘর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে ৫ম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে রইচ শেখ নামে এক দুর্বৃত্ত ধর্ষণ করে এবং এরপর তাকে হত্যা করে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৫ জুন ওই একই শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে রইচকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিলো। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রইচ আদালত থেকে জামিন নিয়ে বের হয়ে আসে।[২৮]

[২৬] মানবজমিন ১৬ জানুয়ারী ২০১৩
[২৭] আমাদের সময় ১৮ জানুয়ারী ২০১৩
[২৮] প্রথম আলো ১৪ জানুয়ারী ২০১৩

যৌন হয়রানী

৫৭. জানুয়ারি মাসে মোট ৪২ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ০২ জন নারী। এছাড়া বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন ০২ জন, ১৩ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, ০১ জন অপহরণের শিকার হয়েছেন ও ২৪ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে ০১ পুরুষ নিহত এবং ১২ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৫৮. গত ১৭ জানুয়ারী বরিশাল নগরীতে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার সময় স্থানীয় জনতা মনির হোসেন নামে এক যুবককে আটক করে গণপিটুনি দিয়েছে।[২৯]

৫৯. গত ১৩ জানুয়ারী নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সরকারী মুজিব কলেজের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে একই বর্ষের ছাত্র আবদুল করিম যৌন হয়রানী করে।[৩০]

যৌতুক সহিংসতা

৬০. জানুয়ারি মাসে ২৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১২ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়কালে যৌতুক এর কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ০১ নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৬১. গত ১০ জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভায় আবুল হোসেন যৌতুকের ২ লক্ষ টাকার মধ্যে বাকী এক লক্ষ টাকা না পেয়ে তার স্ত্রী রুমা আক্তারের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। গত ১৮ জানুয়ারী রুমা আক্তার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যান।[৩১]

[২৯] মানবজমিন ১৮ জানুয়ারী ২০১৩
[৩০] যুগান্তর ১৮ জানুয়ারী ২০১৩
[৩১] যুগান্তর ১৯ জানুয়ারী ২০১৩

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারী, ২০১৩*		
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি
বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-	ক্রসফায়ার	৫
	গুলিতে নিহত	২
	পিটিয়ে হত্যা	২
	মোট	৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫
	বাংলাদেশী আহত	১৬
	বাংলাদেশী অপহৃত	৯
নির্যাতন (জীবিত)		১
গুম		২
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০
	আহত	২০
	হুমকির সম্মুখীন	২
	আক্রমণ	০
	লাঞ্ছিত	১
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৭
	আহত	১৬৪৩
এসিড সহিংসতা		৫
যৌতুক সহিংসতা		২৩
ধর্ষণ		৯৬
যৌন হয়রানীর শিকার		৪২
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	৭
	আহত	২৩৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে ।

২. রাজনৈতিক কর্মসূচীতে বাধা দেয়া যাবে না । শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকা- থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে ।

৩. গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার পথকে সংকুচিত ও বাধাগ্রস্ত করা থেকে বিরত থেকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ওপর সরকারের দমননীতি চালানো পরিহার করতে হবে।

৪. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে আটক এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং এই ঘটনাগুলোর ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ডিসেম্বর ২০, ২০০৬ এ গৃহীত সনদ 'ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে ও ইউটিউব খুলে দিতে হবে।

৬. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁর বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থহানিকর বক্তব্যের জন্য পদত্যাগ করতে হবে।

৭. তাজরীন গার্মেন্টেস এর নিখোঁজ শ্রমিকদের লাশ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে তাদের স্বজনদের কাছে বেতন ও ক্ষতিপূরণের টাকা অবিলম্বে বুঝিয়ে দিতে হবে। স্মার্ট এক্সপোর্ট গার্মেন্টেস এর আহত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারবগৃকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অবিলম্বে তাজরীন গামেন্টেস এর মালিকদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৮. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।